লজ্জার রেকর্ড গড়লেন রোহিত শর্মা

চোট সারিয়ে চলতি আসরের গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে কামব্যাক করলেও ব্যাট হাতে রান পাননি। সেই ম্যাচে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের কাছে ম্যাচে হারতেও হয়েছিল দলকে। কিন্তু গত বৃহস্পতিবার (৫ নভেম্বর) প্রথম কোয়ালিফায়ারে দিল্লি ক্যাপটালসের বিরুদ্ধে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের অধিনায়ক রোহিত শর্মার ব্যাটে বড় রান দেখার অপেক্ষায় বসেছিলেন অনুরাগীরা। কিন্তু প্রথম কোয়ালিফায়ারেও অনুরাগীদের নিরাশ করলেন তিনি। কোয়ালিফায়ারের মতো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে রানের খাতা না খুলেই প্যাভিলিয়নে ফিরলেন রোহিত।

আর শূন্য রানে ডাগ-আউটে ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই আইপিএলের ইতিহাসে একটি লজ্জার রেকর্ড গড়লেন মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স অধিনায়ক। এই নিয়ে ব্যাটসম্যান হিসেবে আইপিএলে সর্বাধিক ১৩ বার শূন্য রানে আউট হওয়ার নজির গড়লেন রোহিত। আর লজ্জার নজির গড়ার পথে আইপিএলের সবচেয়ে সফল অধিনায়ক রোহিত বসে গেলেন হরভজন সিং এবং পার্থিব প্যাটেলের সঙ্গে একাসনে। অর্থাৎ এর আগে আইপিএলে সর্বাধিক ১৩ বার শূন্য রানে আউট হয়েছেন পার্থিব এবং হরভজনও।

এদিন দুবাইয়ে প্রথম কোয়ালিফায়ারে টস জিতে প্রথমে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সকে ব্যাটিংয়ে আমন্ত্রণ জানান দিল্লি ক্যাপিটালস অধিনায়ক শ্রেয়াস আইয়ার। মুম্বাই ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারেই শ্রেয়স বল তুলে দেন ফিঙ্গার স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিনের হাতে। দ্বিতীয় ওভারের তৃতীয় বলে গোল্ডেন ডাক হয়ে ডাগ-আউটে ফিরতে হয় রোহিতকে। লেগবিফোর উইকেট হয়ে ক্রিজ ছাড়েন মুম্বাই অধিনায়ক।

উল্লেখ্য, আইপিএলের চতুর্থ সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক রোহিতের প্লে-অফে পরিসংখ্যান মোটেই সুখের নয়। আইপিএল প্লে-অফে ১৯ ইনিংসে ১২.৭২ গড়ে রোহিতের সংগ্রহ ২২৯ রান। এদিন রোহিতের ইনিংস তার প্লে-অফে ব্যর্থতার নবতম সংযোজন।

ঝিনাইদহে ফ্রেন্ডলি টি-২০ ক্রিকেট অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহে ফ্রেন্ডলি টি-২০ ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে ক্রীড়া সংগঠক রাইসুল ইসলাম আসাদ এর পৃষ্ঠপোষকতায় এ ম্যাচের আয়োজন করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ম্যাচ উদ্বোধন করেন ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আবুল বাসার।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন শওকত মেমোরিয়াল ক্রিকেট একাডেমীর পরিচালক সৌরভ হোসেন, জেএসপি’র সভাপতি মিজানুর রহমান মিজু, পরিবেশক সমিতির সভাপতি ওয়ালিদ হাসান শিপার, ব্যবসায়ী নজরুল ইসলাম প্রমুখ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি আবুল বাসার বলেন, সবলদেহ ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য লেখাপড়ার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার গুরুত্ব দিতে হবে। এর আগে ক্রীড়া সংগঠক রাইসুল ইসলাম আসাদ এর পক্ষ থেকে খেলোয়াড়দের জার্সিসহ ক্রীড়া উপকরণ প্রদান করা হয়।

বৃহস্পতিবার রাতে দেশে ফিরছেন সাকিব

বিসিবির ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট খেলতে আগামী বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে ফিরছেন বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান।

বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ২টায় কাতার এয়ারওয়েজের একটি ফ্লাইটে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছাবেন সাকিব।

আইসিসির নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ায় সাকিব দেশে ফিরে মন দেবেন খেলায়।

নভেম্বরে শুরু হতে যাচ্ছে বিসিবির টি-টোয়েন্টি আসর। একবছর অপেক্ষার পর ক্রিকেটে ফিরে টাইগার তারকা পাবেন ছোট ফরম্যাটের ক্রিকেটে ৫ হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শের সুযোগ।

বাংলাদেশের প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে টি-টুয়েন্টিতে পাঁচ হাজারি ক্লাবে প্রবেশ করতে সাকিবের দরকার মাত্র ৩০ রান। ৩০৮ ম্যাচে তিনি করেছেন ৪,৯৭০ রান। সাকিব এই রান করেছেন ঘরোয়া ক্রিকেট ও বিপিএল, আইপিএল, বিগ ব্যাশ, সিপিএল, পিএসএলের মতো ফ্র্যাঞ্চাইজি আসরে খেলে।

প্লে-অফে হায়দরাবাদ, কলকাতার বিদায়

মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সকে হারিয়ে প্লে-অফে জায়গা করে নিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। আগামী শুক্রবার এলিমিনেটরে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্সের বিরুদ্ধে খেলবে সানরাইজার্স। বৃহস্পতিবার প্রথম কোয়ালিফায়ারে মুখোমুখি হবে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স ও দিল্লি ক্যাপিটালস।

লিগের শেষ ম্যাচে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সকে হারিয়ে তিন নম্বরে লিগ শেষ করল হায়দরাবাদ। আর এর ফলে ২০২০ আইপিএল থেকে বিদায় নিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। লিগের শেষ ম্যাচে নাইটরাও রাজস্থান রয়্যালসকে হারিয়েছিল। কিন্তু নেট রান-রেটে বিরাট কোহলিদের পিছনে ফেলে প্লে-অফে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল না। ফলে সমসংখ্যক পয়েন্ট হলেও কেকেআরের থেকে ভালো নেট রানরেট থাকায় চতুর্থ দল হিসেবে মরু শহরের আইপিএলে প্লে-অফে চলে গেল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুর।

‘ডু অর ডাই’ ম্যাচে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে ১৫০ রান তাড়া করতে নেমে ১০ উইকেট ম্যাচ জিতে প্লে-অফে জায়গা করে নিল হায়দরাবাদ। দুরন্ত ব্যাটিং করলেন সানরাইজার্সের ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার ও ঋদ্ধিমান সাহা। দু’জনেই হাফ-সেঞ্চুরি করে অপরাজিত থাকেন। এদিন যেন হারার জন্যই মাঠে নেমেছিল মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। মুম্বাই বোলারদের নিয়ে ছেলেখেলা করেন হায়দরাবাদের দুই ওপেনার।

দলের দুই সেরা বোলার জাসপ্রীত বুমরাহ ও ট্রেন্ট বোল্টকে বিশ্রাম দিয়ে মাঠে নামে মুম্বাই। ফলে তার ফর হাতেনাতে পেল রোহিত শর্মার দল। সানরাইজার্সের কোনও উইকেট ফেলতে পারল না তারা। ১৫০ রান তাড়া করে হাসতে হাসতে ম্যাচ জিতে নিল হায়দরাবাদ। ৮৫ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন সানরাইজার্স ক্যাপ্টেন ওয়ার্নার। ৫৮ বলের ইনিংসে ১০টি বাউন্ডারি ও একটি ওভার-বাউন্ডারি মারেন তিনি। আর ৫৮ রানের অপরাজিত থাকেন ঋদ্ধিমান। ৪৫ বলের সাতটি ইনিংস ও একটি ছক্কা মারেন ঋদ্ধি।

আইপিএল: কোন অঙ্কে প্লে-অফে টিকে যেতে পারে শাহরুখের কলকাতা?

সুযোগটা দিয়েছিল চেন্নাই সুপার কিংস। তা একেবারে দু’ হাত দিয়ে গ্রহণ করল কলকাতা নাইট রাইডার্স। এর ফলে প্লে-অফের দৌঁড়ে এগিয়ে থাকলেন ইয়ান মরগ্যানরা।

রবিবার দুবাইয়ে রাজস্থান রয়্যালসকে উড়িয়ে দেয় কেকেআর। এর সুবাদে একলাফে অষ্টম স্থান থেকে লিগ তালিকার চতুর্থ স্থানে উঠে আসেন নাইটরা। শুধু তাই নয়, ৬০ রানে জয়ের ফলে কেকেআরের নেট রানরেটও (- ০.২১৪) অনেকটা ভালো হয়েছে। এর জেরে দিল্লি ক্যাপিটালস এবং রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর ম্যাচে হারের ব্যবধান কিছুটা বেশি হলেই প্লে-অফে উঠে যাবে কেকেআর।

কেকেআরের প্লে-অফ ভাগ্য কেমন হতে পারে, দেখে নিন-
১. দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে হেরে গেল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর। মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের কাছে হেরে গেল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। তাহলে মুম্বাইয়ের পয়েন্ট হবে ২০। দিল্লির হবে ১৬ পয়েন্ট। ১৪ পয়েন্টে থাকবে ব্যাঙ্গালোর এবং কলকাতার। দু’ দলই উঠে যাবে প্লে-অফে।

২. দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে হেরে গেল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স

ব্যাঙ্গালোর। মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে জয় পেল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। তাহলে মুম্বাইয়ের পয়েন্ট হবে ১৮। দিল্লির হবে ১৬ পয়েন্ট। ১৪ পয়েন্ট হবে হায়দরাবাদ, ব্যাঙ্গালোর এবং কলকাতার। সেখানে নেট রানরেটের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। সেক্ষেত্রে ভালো নেট রানরেটের সৌজন্য তৃতীয় হয়ে উঠে যাবে হায়দরাবাদ। চতুর্থ স্থানের জন্য লড়বে কেকেআর ও ব্যাঙ্গালোর।

৩. দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে জিতল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর। মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের কাছে হেরে গেল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। তাহলে মুম্বাইয়ের পয়েন্ট হবে ২০। ব্যাঙ্গালোরের হবে ১৬ পয়েন্ট। ১৪ পয়েন্ট হবে দিল্লি এবং কলকাতার। দু’দলই উঠে যাবে প্লে-অফে।

৪. দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে জিতল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর। মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে জয় পেল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। তাহলে মুম্বাইয়ের পয়েন্ট হবে ১৮। ব্যাঙ্গালোরের হবে ১৬ পয়েন্ট। ১৪ পয়েন্ট হবে হায়দরাবাদ, দিল্লি এবং কলকাতার। সেক্ষেত্রে ভালো নেট রানরেটের সৌজন্য তৃতীয় হয়ে উঠে যাবে হায়দরাবাদ। চতুর্থ স্থানের জন্য লড়বে কেকেআর ও দিল্লি।

১৫ বছর বয়সেই বিগ ব্যাশ লিগে আফগান ক্রিকেটার

বয়স মাত্র ১৫ বছর বয়সেই অস্ট্রেলিয়ান বিগ ব্যাশ লিগে দল পেয়েছেন আফগানিস্তানের চায়নাম্যান নুর আহমাদ। দীর্ঘ এক বছর নজরে রাখার পর এই স্পিনারকে দলে ভিড়িয়েছে মেলবোর্ন রেনেগেডস।

আগামী মৌসুমের জন্য এই চায়নাম্যানকে দলে নেওয়ার কথা বৃহস্পতিবার এক বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে রেনেগেডস।

রেনেগেডসের প্রধান কোচ মাইকেল ক্লিঙ্গার এই চায়নাম্যানকে নিয়ে বলেন, ‘নুর এমন একজন যাকে আমরা এক বছরেরও বেশি সময় ধরে নজরে রেখেছি। তাকে খুব বেশি মানুষ দেখেনি, আমার মনে হয়, এটা আমাদের বড়

সুবিধা দেবে। বিশ্ব ক্রিকেটে নিজের নাম তুলে ধরার জন্য সেও অভিযানে নেমেছে। সে দুই দিকেই বল ঘোরাতে পারে…আমরা তাকে পেয়ে বেশ রোমাঞ্চিত।’

তিনি আরও যোগ করেন, ‘রেনেগেডসের সমর্থক ও বিগ ব্যাশের অনুসারীরা নুর সম্পর্কে এখন হয়তো খুব বেশি জানে না। তবে আমি বলতে পারি, সে দারুণ একজন প্রতিভা। আমার মনে হয়, সে এই খেলাটির ভবিষ্যৎ তারকাদের একজন।’

আগামী ৩ ডিসেম্বর শুরু হওয়ার কথা বিগ ব্যাশের এবারের আসর।

সাকিবের শাস্তি শেষ হচ্ছে আজ

আগামীকালের সূর্যটা আক্ষরিক অর্থেই নতুন সূর্য হবে সাকিব আল হাসানের জন্য। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) দেওয়া নিষেধাজ্ঞার শৃঙ্খলমুক্ত হবেন তিনি কাল। আজ বুধবার আইসিসির বহিষ্কারাদেশের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর কাল থেকেই সাকিবের মাঠে নামতে আর কোনো বাধা থাকবে না। ব্যাট-বল হাতে আবারও তাঁকে পাবে বাংলাদেশ।

সাকিবের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, আন্তর্জাতিক দুটি ম্যাচ ও আইপিএলের একটি ম্যাচে ফিক্সিংয়ের প্রস্তাব পেয়েও তা জানাননি আইসিসির দুর্নীতি দমন বিভাগকে। আন্তর্জাতিক ম্যাচ দুটি ছিল জিম্বাবুয়ে ও শ্রীলঙ্কাকে নিয়ে ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ত্রিদেশীয় সিরিজে। সে বছর আইপিএলের সানরাইজার্স হায়দরাবাদ-কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের ম্যাচেও একই অপরাধ করেন সাকিব, ভাঙেন আইসিসির দুর্নীতি দমন আইনের ২.৪. ৪ ধারা।

তিনবারই তাঁকে ফিক্সিংয়ের প্রস্তাব দেন দীপক আগারওয়াল নামের ভারতীয় এক বাজিকর। তাঁর সঙ্গে সাকিবের তিনবার যোগাযোগ হওয়ার প্রমাণ পায় আইসিসি। গত বছরের ২৩ জানুয়ারি ও ২৭ আগস্ট দুই দফা তারা সাকিবকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। সাকিব ভুল স্বীকার করলে ২৯ অক্টোবর আইসিসি তাঁকে সব ধরনের ক্রিকেটীয় কর্মকাণ্ড থেকে দুই বছরের জন্য নিষিদ্ধ করে। এর মধ্যে দ্বিতীয় বছরটি ছিল স্থগিত

নিষেধাজ্ঞা। নিয়ম অনুযায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রথম বছরে আইসিসির আর কোনো আইন না ভাঙায় পরের এক বছরের শাস্তি থেকে সাকিব রেহাই পাবেন।

গত এক বছরে তিন সংস্করণের ক্রিকেট মিলিয়ে বাংলাদেশ দলের হয়ে ৩৬টি ম্যাচের বাইরে থাকার কথা ছিল সাকিবের। তবে মার্চের মাঝামাঝি করোনাভাইরাসের কারণে খেলাধুলা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এর বেশির ভাগ ম্যাচই হয়নি। বাংলাদেশ দলকেও তাই খুব বেশি ম্যাচে সাকিবের অভাব অনুভব করতে হয়নি। সাকিব নিষিদ্ধ থাকার সময়ে বাংলাদেশ দল খেলেছেই মাত্র ৪টি টেস্ট,৩টি ওয়ানডে ও ৭টি টি-টোয়েন্টি।

এ বছর অক্টোবর-নভেম্বরের শ্রীলঙ্কা সিরিজটি করোনার কারণে স্থগিত না হলে এই সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট দিয়েই সাকিবের ক্রিকেটে ফেরার কথা ছিল। কিন্তু কোয়ারেন্টিন জটিলতায় সিরিজটি স্থগিত হয়ে যাওয়ায় এ বছর আর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরা হবে না তাঁর। সাকিবকে অপেক্ষায় থাকতে হবে জানুয়ারিতে হতে যাওয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে হোম সিরিজের জন্য।

তবে সাকিব মাঠে নেমে যেতে পারেন আগামী মাসের মাঝামাঝি শুরু হতে যাওয়া বিসিবির পাঁচ দলের টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট দিয়েই। বর্তমানে পরিবারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে থাকলেও সেখান থেকেই খোঁজ রাখছেন এই টুর্নামেন্টের। টুর্নামেন্টে খেলতে এ মাসের শেষে না হলেও আগামী মাসের শুরুতে সাকিব দেশে ফিরবেন বলে জানা গেছে। নির্বাচকেরাও তাঁকে রেখেই গড়ছেন দল। কাল বিসিবির পরিচালক ইসমাইল হায়দার মল্লিক বলেছেন, ‘বিসিবি চায় সাকিব যত দ্রুত সম্ভব খেলায় ফিরুক। এই মুহূর্তে আমাদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট নেই। তবে পাঁচ দলের টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে সাকিব খেলবে।’

নিষেধাজ্ঞার এক বছর সাকিব বেশির ভাগ সময়ই পরিবারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে কাটিয়েছেন। গত মার্চে দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের সময় স্ত্রীর পাশে থাকতে সেখানে চলে যান তিনি, ফেরেন গত ২ সেপ্টেম্বর। এই ফেরার উদ্দেশ্য ছিল শ্রীলঙ্কা সিরিজকে সামনে রেখে মাঠে ফেরার প্রস্তুতি নেওয়া। পুরোনো কোচ নাজমুল আবেদীনের তত্ত্বাবধানে বিকেএসপিতে অনুশীলনও শুরু করেছিলেন। কিন্তু সিরিজটি স্থগিত হয়ে গেলে এ মাসের শুরুতে সাকিব আবারও ফিরে যান যুক্তরাষ্ট্রে। এবার অবশ্য সেখানে গিয়েও চালিয়ে গেছেন অনুশীলন। জাতীয় দলের ফিজিওর সূচি মেনে ফিটনেস অনুশীলনের পাশাপাশি কোচদের দেখিয়ে দেওয়া ব্যাটিং-বোলিংয়ের কিছু ড্রিলও করেছেন।

গত এক বছর খেলা থেকে দূরে থাকলেও করোনাকালে সাকিব সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন মানবতার সেবায়। নিলামে তুলেছেন নিজের বিশ্বকাপের ব্যাট। সাকিব আল হাসান ফাউন্ডেশন গঠন করে সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তিদের মধ্যে খাবার বিতরণ ছাড়াও চিকিৎসকদের জন্য দিয়েছেন উন্নত মানের পিপিই-মাস্ক, সেবামূলক একটি প্রতিষ্ঠানকে অনুদান হিসেবে দিয়েছেন অ্যাম্বুলেন্স।

‘বিসিবি প্রেসিডেন্টস কাপ থেকে নতুন খেলোয়াড় পাওয়া গেছে’

বিসিবি প্রেসিডেন্টস কাপ থেকে কিছু নতুন খেলোয়াড় পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন।

তিনি বলেন, ‘ইতিবাচক বিষয় হলো, দক্ষতা দেখানোর জন্য খেলোয়াড়দের একটি প্লাটফর্ম দিয়েছে টুর্নামেন্টটি এবং কিছু খেলোয়াড় খুবই ভালোভাবে তা কাজে লাগিয়েছে। তাই আমরা কিছু নতুন খেলোয়াড় পেয়েছি। যাদের প্রতিভা আছে এবং যা ভবিষ্যতে আরও ভালো করতে পারবে।’

যদিও কোভিড-১৯ এর মধ্যে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু দেশে ক্রিকেটে ফিরেছে, তবে বাংলাদেশে ক্রিকেট প্রত্যাবর্তন অনিশ্চিত ছিল। গত সেপ্টেম্বরে শেষ মূহূর্তে শ্রীলঙ্কা সিরিজটি স্থগিত হয়। তারপরে ক্রিকেটারদের নিয়ে তিনটি দলে ভাগ করে বিসিবি প্রেসিডেন্টস কাপের আয়োজন করার সিদ্বান্ত নেয় বিসিবি। পাপনের মতে, পরিকল্পনাটি দুর্দান্ত সাফল্য পেয়েছে।

এই টুর্নামেন্টের মধ্যে দিয়ে ছয় মাস পর ক্রিকেটে ফিরতে সক্ষম হয় ক্রিকেটাররা। এরপর তিন দলের টুর্নামেন্টটি অনেক বেশি প্রতিযোগিতামূলক হয়েছে।

বেশ কয়েকজন তরুণ ক্রিকেটার এই টুর্নামেন্টের মধ্যদিয়ে নজরে এসেছে। তরুণ শরিফুল ইসলাম ও সুমন খান পেস বিভাগে দারুণ পারফর্ম

করেছে। তৌহিদ হৃদয় এবং ইরফান শুক্কুরের মতো তরুণরা ব্যাটিং নৈপুন্যের জন্য প্রশংসিত হয়েছেন।

রবিবার ফাইনাল শেষে বিসিবি বস বলেন, ‘এই টুর্নামেন্টের সঙ্গে জড়িত থাকা পুরো ম্যানেজমেন্টকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই।’

তিনি আরও বলেন, ‘এটি খুব সুন্দরভাবে শেষ হয়েছে। অবশ্যই আমরা নিয়মিত খেলোয়াড়দের কাছ থেকে রান আশা করেছিলাম, কিন্তু তারা পারেনি। যাইহোক, মুশফিক ভালো করেছে। শেষ ম্যাচে লিটন রান করেছে।’

বিসিবি সভাপতি আরও বলেন, ‘ইতিবাচক দিক নতুন বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় ভালো করেছে। তাসকিন ফিরে এসেছে, আমি ভেবেছিলাম তাসকিন হয়তো জাতীয় দলে আর ফিরতে পারবে না। সে খুবই ভালো করেছে। রুবেলের জন্য দারুণ একটি টুর্নামেন্ট ছিল। শুধু তাই নয়, আমরা সুমন খানের মতো বোলার পেয়েছি।’

তিনি আরও যোগ করে বলেন, ‘ব্যাটিংয়ে ইরফান শুক্কুর ধারাবাহিকভাবে রান করেছে। প্রতিটি ম্যাচেই চাপের মধ্যে ব্যাট করতে এসে পারফর্ম করেছে সে। আরেক ছেলে, তৌহিদ হৃদয় তার প্রতিভা প্রদর্শন করেছে। এখন আমি তাকে চিনি। অলরাউন্ডার মাহাদি হাসানের ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। সে ব্যাট ও বল হাতে ভালো করতে পারে। পেস বোলিংয়ে আমাদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা ছিলো। এই প্রথম কোনও টুর্নামেন্ট আমি দেখলাম, যেখানে পেসাররা খুবই ভালো করছে।’

নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা উপভোগ করছেন রুবেল

বিসিবি প্রেসিডেন্টস কাপ টুর্নামেন্টের মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিন পর প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফিরেছে বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা। তাই মাঠে সবাই চেষ্টা করছেন নিজেকে উজাড় করে দিতে। তবে এই টুর্নামেন্টে দেখা গেছে পেস বোলারদের দাপট। কারণ সর্বোচ্চ উইকেট শিকারির তালিকার প্রথম পাঁচজনই পেসার।

তিন দলের পেসাররাই দারুণ সফল এই টুর্নামেন্টে। বাংলাদেশ দলের অন্যতম পেসার রুবেল হোসেন জানালেন, প্রতিযোগিতা যত বেশি হবে তত উপকৃত হবে বাংলাদেশ দল। একই সঙ্গে নিজেদের মধ্যে এই প্রতিযোগিতা দারুণ উপভোগ করছেন বলেও জানালেন অভিজ্ঞ এই পেসার।

তিনি জানান, খুব ভালো সাইন। প্রত্যেকটা পেস বোলার প্রত্যেকটা ক্রিকেটারই অনেক কষ্ট করেছে মহামারির সময়। সেটার ফল এখন খুব ভালোভাবে পেস বোলাররা পাচ্ছে।
রুবেল বলেন, আমার কাছে মনে হয় প্রতিযোগিতা থাকলে খুব ভালো বাংলাদেশ দলের জন্য। কারণ প্রতিযোগিতা থাকলে একটা পেস বোলার যখন জাতীয় দলে খেলবে, দেখবে তার পেছনে ভালো ভালো পেস বোলার আছে। তখন তার পারফরম্যান্স বা সবকিছুই একটু ভিন্ন হবে।

তিনি আর বলেন, আমি খুব উপভোগ করি, প্রতিযোগিতা থাকলে খুব ভালো লাগে। সবার জন্য ভালো একটি টুর্নামেন্ট ছিল। এটা আন্তর্জাতিক সিরিজে ভালো করতে উৎসাহ দেবে।

ফের হ্যামস্ট্রিংয়ের ইনজুরিতে মাশরাফি

মাশরাফি বিন মর্তুজার আবারও হ্যামস্ট্রিংয়ের ইনজুরিতে পড়েছেন। সিটি ক্লাব মাঠে অনুশীলন করার সময় ইনজুরির শিকার হন বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক এই অধিনায়ক।

গত তিন দিন আগে রানিং করার সময় চোট পান হ্যামস্ট্রিংয়ে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মাশরাফি বিন মর্তুজা নিজেই। তিনি বলেন, রানিংয়ের সময় ব্যথা পাই। আপাতত কয়েকটা দিন বিশ্রামে আছি। স্ক্যান এখনও করিনি। তাই কতটা গুরুতর বলতে পারছি না।

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান চিকিৎসক ডাঃ দেবাশিষ চৌধুরী জানান, আমার সঙ্গে ওর ফোনে কথা হয়েছে। তিনদিন আগে রানিংয়ের সময় ও হ্যামস্টিংয়ে ব্যথা পেয়েছে। কী কী করতে হবে, প্রাথমিক সেই চিকিৎসার কথা আমরা ফোনে ওকে জানিয়েছি। আর একটা স্ক্যান করিয়ে

নিলে ভালো হয়। তাহলে আমরা বুঝতে পারব কতটুকু আঘাত পেয়েছে।

নভেম্বরে টি-টোয়েন্টি কর্পোরেট লিগে খেলার ইচ্ছার কথা বলেছিলেন বাংলাদেশের ক্রিকেট ইতিহাসের সবচেয়ে সফল এই অধিনায়ক। কিন্তু ইনজুরির কারণে অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়লো মাশরাফির মাঠে ফেরার দিনক্ষণ।